আমি দুঃখিত, প্লিজ এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করবেন না ঃ ভিসি

রেজানুর রহমান ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী শামসুন্নাহার হলের ঘটনাকে অনভিপ্রেত আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'এজন্য আমি দুঃখিত, লজ্জিত। প্লিজ এ ব্যাপারে আমাকে আর কোন প্রশ্ন করবেন না। আমি ক্ষমা চাই। আমার বিশ্বাস জুডিশিয়ারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর আসল সত্য উদঘাটিত হবে। সকলে প্রকৃত সত্য জানতে পারবেন।' গতকাল সোমবার

(...য় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভিসি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র, শিক্ষক ও সাংবাদিকদের উপর পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনার পর বিভিন্ন পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ভিসির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি নিরুপায় এবং অসহায় ভঙ্গিতে একথা বলেন। পুলিশ শুধু ছাত্র-ছাত্রীকে নয়, শিক্ষককেও নির্দয়ভাবে পিটিয়েছে। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে। যে পুলিশ শিক্ষককে পেটায় তার কি ক্যাম্পাসে থাকার প্রয়োজন আছে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে ভিসি বার বার দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এক পর্যায়ে শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে ছাত্রীদের উপর হামলা প্রসঙ্গ উঠতেই ভিসি হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, আমাকে আর কোন প্রশ্ন করবেন না। আমি ক্ষমা চাই।

গতকাল সকালে ক্যাম্পাসে ছাত্র, শিক্ষক ও সাংবাদিকদের উপর পুলিশের হামলার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির নেতৃত্বে বিভিন্ন পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার ও বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারবৃন্দ ভিসির সাথে দেখা করার জন্য প্রশাসনিক ভবনস্থ কার্যালয়ের সামনে পৌছলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। এক পর্যায়ে ভিসির অনুমতির ভিত্তিতে সাংবাদিকদেরকে প্রশাসনিক ভবনে ঢুকতে দেয়া হয়। ভিসি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুরুতেই গতকাল ক্যাম্পাসের সহিংস ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে আর কোন সহিংস ঘটনা ঘটুক আমি চাই না। পুলিশ বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানাই তারা যেন অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিরোধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। ভিসি বলেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে হয়েছে। আমি চাই ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরে আসুক। শামসুন্নাহার হলের ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সত্য প্রকাশ হবে। সকল সন্দেহ, অমূলক ধারণা দূর হবে। যারা শামসুন্নাহার হলের অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য দায়ী তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কমিটির রিপোর্ট যদি বলে-ঘটনার জন্য আমিও দায়ী। তাহলে পদত্যাগ করবো। কিন্তু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের আগে তো আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন না, চলে যেতে বলতে পারেন না। সভ্য সমাজে কী এটা বলা যায়? ভিসির 'সভ্য' সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, যে-পুলিশ শিক্ষককে পেটায় তার কী ক্যাম্পাসে থাকার প্রয়োজন আছে? ভিসি উত্তরে বলেন, আমি এ ব্যাপারে দুঃখিত। এরপরে শামসুন্নাহার হলের রাতের ঘটনাসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন উঠতে থাকলে ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং হঠাৎ সাংবাদিকদের সামনে থেকে চলে যান।

এদিকে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী গতকাল এক বিবৃতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, ২৩ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল[...] শামসুন্নাহার হলে যে অনভিপ্রেত ঘট[...] সংঘটিত হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে আমা[...] জড়িয়ে যেসব বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত প্রচারিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি[...] [...]ত্র-ছাত্রীই আমার সন্তানতুল্য। শুধু এক[...] [...]ক্ষক হিসেবেই নয়, আমি ঢা[...] [...]শ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগের চেয়ারম্যা[...] [...]নুষদের ডীন, শিক্ষক সমিতির সভাপ[...] [...]সনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবেও দা[...] পালন করছি। বিভিন্ন পর্যায়ে দা[...] পালনকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [...] ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ বিশ্ববিদ্[...] পরিবারের সকলের স্বার্থ রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে সর্বাধিক গু[...] দিয়েছি। দীর্ঘ কর্মজীবনের কোন ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা নিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন কখন উত্থাপিত হয়নি। অথচ একটি অনাকাঙ্ক্ষি[...] ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার অবস্থানকে বিতর্কিত ও ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একথা বলতে চাই যে, শামসুন্নাহার হলের আমার মেয়েদের উপর যেকোন ধরনের অশোভন আচরণের সাথে যে বা যারাই জড়িত থেকে থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, কোন কোন মহল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করার জন্য নানা উস্কানিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব মহলের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার এবং হীন রাজনৈতিক অভিপ্রায় বাস্তবায়নের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-ছাত্রী ও দেশবাসীর প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করি, সর্বোচ্চ সংযম ও সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করতে সহায়তা